দৈনিক সংবাদ

07 NOV 1992

তারিখ 07 NOV 1992
পৃঃ ৪ কলাম ৩

উহাতে কি সমস্যার সমাধান হইয়াছে? উপরন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশের শতকরা আশিজন ছাত্রছাত্রীই সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের নয়। ক্লাসের পড়ার পর প্রাইভেট টিউটরের মোটা অংকের ফি প্রদান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিণতিতে তাহাদিগকে নিমজ্জিত ব্যক্তির খড়কুটায় হস্তধারণ করিবার ন্যায় নোটবই এবং অন্যান্য সহায়ক পুস্তকের আশ্রয় নিতে হয়। পূর্বে সাহিত্য বিষয়ে একটিমাত্র ভাল নোটবই হইতে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় শুদ্ধভাবে লিখিতে পারিলে অন্ততপক্ষে ৫০% হইতে ৫৫% নম্বর পাওয়া যাইত। বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষক-অধ্যাপকরাও নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনা করিবার পূর্বরাত্রে নোট বইয়ের আশ্রয় নিতেন এবং পরদিন ক্লাসে ছাত্ররা নিঃশব্দে গভীর মনোযোগের সহিত তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিত।

১৯৬১ সালে স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা জাতীয়করণ হওয়ার পূর্বে প্রতিযোগিতা-মূলকভাবে উঁচুমানের সুন্দর সুন্দর লোভনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইত, যাহা স্বভাবতই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যাভ্যাসে আগ্রহ জন্মাইত। ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য নোটবই নিষিদ্ধকরণ এবং নকলের সুযোগ বন্ধ করিবার জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। কিন্তু নোটবই প্রকাশনা এবং নকলপ্রবণতা কি বন্ধ হইয়াছে? নীতি-নির্ধারকদের অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়া মোহিতলাল সেন, অধ্যাপক আহমেদ কিংবা অন্য কাহারও নোটবই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা বৈতরণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে আয়-উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল ব্যক্তি এককালে ছাগল-ঘষা, শিয়াল-ঢোকা ভাঙ্গা বেড়ার পাঠশালার পড়ুয়া ছিলেন তাহাদের অনেকেই বর্তমানে ক্ষমতা এবং প্রচুর বিত্ত- বৈভবের অধিকারী হইয়া ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছেন; কেননা তাহাদের সন্তানবর্গ বিদেশে কিংবা স্বদেশে নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিতেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করিবার জন্য একটা পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় আছে কিনা জানি না, তবে সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য উপ-সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তাই যথেষ্ট। একটা দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশে পৃথক মন্ত্রণালয় খুলিয়া অর্থ অপচয়ের কোন অর্থ হয় না।

উপসংহারে আমার বক্তব্য হইল, সর্বদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নোটবই নিষিদ্ধকরণে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর- জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিকের শিক্ষা কাউন্সিলার লর্ড মেকলে এবং লর্ড ডালহৌসীর কাউন্সিলার এলফিনস্টোনের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি অনুসৃত হইয়াছে।

এস এ মোস্তফা
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রসঙ্গ : নোটবই প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ

১৯৭৯ সালে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক নোটবই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। আমার প্রশ্ন হইল, নোটবই প্রকাশনা কেন নিষিদ্ধ হইল, উহা কি সত্যি সত্যিই 'কোমলমতি' বালক-বালিকাদের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করিয়া করা হইয়াছে? নোটবই প্রকাশনা যদি নিষিদ্ধই করা হয় তবে বাজারে এত নোটবই এবং সহায়ক পুস্তকের ছড়াছড়ি কেন? এই কথা অনস্বীকার্য যে, কতিপয় যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইয়াই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা জাতীয়করণ এবং পরবর্তীকালে নোটবই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু